৫.৫ রাশিয়ার শিল্পায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা

১৮৭০ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার শিল্পের বিকাশ হয়েছিল অত্যন্ত শম্বুক গতিতে। রুশ অর্থনীতি মাঝে মধ্যেই আর্থিক মন্দার শিকার হত, যা রুশ শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত করেছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও রুশ শিল্পের প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রাথমিক স্তরে থেকে গিয়েছিল। তখনও পর্যন্ত রাশিয়ার শিল্প কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল ছিল। খনি ও ধাতু শিল্পের মতো মৌলিক উদ্যোগগুলিরও বৈশিষ্ট্য ছিল প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা এবং উৎপাদনের আদিম পদ্ধতি। ১৮৯০ সাল নাগাদ রাশিয়াতে শিল্পায়নের জোয়ার এসেছিল। এই সময় রাশিয়াতে কারখানা প্রথা ও যান্ত্রিক উৎপাদনের সদম্ভ আত্মপ্রকাশ লক্ষিত হল। প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি বিশিষ্ট কুটির শিল্প কার্যত অন্তর্হিত হল। রাশিয়াতে এক চমকপ্রদ শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল।

রুশ শিল্পায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রের উদ্যোগ। রাশিয়াতে বেসরকারি উদ্যোগের কার্যত কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সেদিক থেকে বলা যায়, পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাশিয়ার আর্থনীতিক চালচিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বস্তুত রাষ্ট্রই রাশিয়াতে প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রাশিয়াতে একটি সম্প্রসারণশীল মুক্ত বাজারের শক্তি ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিল রুশ রাষ্ট্র। বিদেশি পুঁজির প্রধান অধমর্ণ ছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সেই পুঁজি বিবিধ উদ্যোগে বিনিয়োগ করত। গৃহনির্মাণ, রেলপথ সম্প্রসারণ, খনিজ শিল্পের উন্নয়ন—সমস্ত কিছুতেই রাষ্ট্র ছিল সর্বপ্রধান উদ্যোগপতি। রাষ্ট্র কেবল শিল্প গঠন করেই ক্ষান্ত হয়নি। ব্যক্তিগত বেসরকারি শিল্প গড়ে তোলার জন্যও রাষ্ট্র সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল। একদিকে রাষ্ট্র বেসরকারি

উদ্যোগের জন্য পুঁজি সরবরাহ করেছিল, অন্যদিকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ন্যূনতম লাভের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিয়েছিল।

১৮৬০ সালের মে মাসে রাশিয়ান স্টেট ব্যাংক গঠিত হয়। রুশ শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর আগে বেশ কিছু বেসরকারি ব্যাংক তৈরি হয়েছিল। ১৮৫৮ সালের মন্দার ফলে এই ব্যাংকগুলি চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্টেট ব্যাংক উপরোক্ত বেসরকারি ব্যাংকগুলির পরিসম্পদ ও দায় দুইই গ্রহণ করে। রাশিয়ান স্টেট ব্যাংক বাণিজ্যের উন্নতি ও রুশ মুদ্রা রুব্‌লকে স্থিতিশীল করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সময়ের সঙ্গে এই ব্যাংক ক্রমে রুশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যখন ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন, তখন ভূস্বামী প্রভুদের ক্ষতিপূরণ দানের ক্ষেত্রে এই ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। তাছাড়া রাশিয়াতে নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য লগ্নি করা পুঁজির উৎস ছিল স্টেট ব্যাংক। বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এই ব্যাংক। বস্তুত রুশ শিল্পায়নে বিদেশি পুঁজির অগ্রণী ভূমিকা ছিল। নীচে দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে রাশিয়ার শিল্প বিকাশে বিদেশি পুঁজির গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে।

সাল	বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ
১৮৫০	২.৭ মিলিয়ন রুব্‌ল
১৮৮০	৯৮ মিলিয়ন রুব্‌ল
১৮৯০	২১৫ মিলিয়ন রুব্‌ল
১৯০০	৯১১ মিলিয়ন রুব্‌ল

এ কথা উল্লেখ করা একান্ত জরুরি যে, প্রায় সমস্ত বিদেশি পুঁজিই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া রুশ রাষ্ট্র তার আমদানিকৃত পণ্যের ওপর উচ্চ হারে সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ায় তৈরি পণ্যকে বিদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করা। ১৮৬৮ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে সংরক্ষণ শুল্ক উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়। রুশ সরকারের শুল্ক নীতি অবশ্যই রাশিয়ার নবগঠিত শিল্পগুলিকে রক্ষা করেছিল।

রেলপথ নির্মাণেও রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। রেলপথের বিস্তার রুশ শিল্পায়নে সহায়ক হয়েছিল। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে রেলপথের বিস্তার ঘটিয়ে রাশিয়ার শিল্পাঞ্চলগুলির সঙ্গে দূরবর্তী অঞ্চলের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। ১৮৫১ সালে প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালে মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গের মধ্যে

প্রথম রেলপথ চালু হয়। পরবর্তী দু'দশকে রেলপথের বিষয়টি বেসরকারি উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়েছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। রেলপথের বিস্তার ও পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে রুশ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে রুশ রাষ্ট্র রেলপথ নির্মাণে বেসরকারি উদ্যোগকেও স্বাগত জানায়। রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এবং সরকারের তরফ থেকে তাদের ন্যূনতম লাভের বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। ১৮৭০ সাল নাগাদ রেলে বিনিয়োগকৃত বেসরকারি পুঁজির পরিমাণ ছিল ৬৯৮ মিলিয়ন রুব্‌ল। ১৮৭৭ সালে রেলপথ নির্মাণে রুশ রাষ্ট্র ২ বিলিয়ন রুব্‌ল লগ্নি করে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের এই চমকপ্রদ বৃদ্ধির মূল্য ছিল অপরিসীম, কারণ শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে রেলপথের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের প্রায় সবটাই রাশিয়াকে বিদেশ থেকে কিনতে হত। বিষয়টি ব্যক্তিগত বেসরকারি উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিলে রাশিয়ার রেলপথ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হত।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, ১৮৬১ সালে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কর্তৃক ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ রুশ শিল্পের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিল, কারণ বহু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস শহরে গিয়ে শিল্প শ্রমিক হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে রাশিয়ার শিল্পায়নে শ্রমের ঘাটতি হ্রাস পেয়েছিল। তবে এই মত বহু ঐতিহাসিকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে রাশিয়ার জনসংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রুশ শিল্পায়ন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। বর্ধিত জনসংখ্যাকে নিয়োগ করার মতো ক্ষমতা তদানীন্তন রুশ শিল্পের ছিল না। শ্রমের প্রাচুর্য সস্তা শ্রমের জন্ম দিয়েছিল। রাশিয়ার উদ্যোক্তারা সস্তা শ্রমের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতেন বলে তাঁরা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি প্রয়োগ করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও রুশ শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি ছিল। ফলে রাশিয়ার রাষ্ট্র বিদেশি পুঁজির সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকও ভাড়া করে নিয়ে আসত।

যদিও রুশ রাষ্ট্র উনিশ শতকের শেষ দিকে শিল্পের উন্নতির জন্য সক্রিয় প্রয়াস নিয়েছিল, শ্রমিক শ্রেণি অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ কোনো উদ্যোগ রাষ্ট্রের তরফে নেওয়া হয়নি। শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র ছিল নোংরা, অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক। অত্যন্ত দূষিত পরিবেশে তাঁরা বসবাস করতেন। অত্যল্প মজুরির বিনিময়ে তাঁদের

দিনে ১৫ ঘণ্টা কাজ করতে হত। ধর্মঘট বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। ধর্মঘটি শ্রমিকদের ওপর জরিমানা ধার্য করা হত, কারারুদ্ধ করা হত, এবং এমনকি অনেক সময় তাঁদের সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করা হত। ১৮৬৫ সালে রাশিয়ার বড়ো কারখানাগুলিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭০৬,০০০। শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে এই সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ২,২০৮,০০০। তথাপি এই সংখ্যা ছিল রুশ জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম।

উনিশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পূর্বশর্তগুলি ছিল প্রায় অনুপস্থিত। পরিবহন ব্যবস্থার যথাযথ উন্নতি হয়নি। রাশিয়াতে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির যথেষ্ট অভাব ছিল। প্রযুক্তির বিকাশ ছিল প্রাথমিক স্তরে। শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে বড়ো বড়ো শহর গড়ে ওঠেনি। তদুপরি ভূমিদাস প্রথা ও কঠোর অভিজাততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর অস্তিত্ব একদিকে গতিশীল শ্রমিকশ্রেণি এবং অন্যদিকে উদ্যোগী মধ্যবিত্তশ্রেণির উত্থানের পথ রাশিয়াতে রুদ্ধ করেছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে শিল্পায়নে অগ্রণী ভূমিকা নেয় রাষ্ট্র এবং শেষপর্যন্ত রাশিয়াতে বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে।